Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

বুধবার the ৩১ day of মে, ২০২৩

Other Suit No. ৯৫/ ২০১৫

এমদাদুল ইসলাম গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

মোছাম্মৎ মুন্নি আকতার গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ০৫/০৫/২০০৩ খ্রিঃ, ১৩/০৭/২০০৩ খ্রিঃ, ১৯/১০/০৩ খ্রিঃ, ১৯/০৪/০৪ খ্রিঃ, ০৪/০৯/০৪ খ্রিঃ, ১৩/০৯/০৪ খ্রিঃ ও ২৫/০১/২৩ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব কাজী জসীম উদ্দীন Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা চিরস্থায়ী ও ম্যান্ডেটরী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

১) ১ নং তপশীলোক্ত নালিশী ভূমির মূল মালিক ছিল রহমত আলী গং। তৎ মর্মে মগি জরিপের ২২৬৯ দাগ উপলক্ষে ১৮৩৭ ইং সনের ৩০২৫৮ নং রায়তী চিটা প্রচার আছে। সি. এস. রেকর্ডিয় রহমত আলী লোকান্তরে হামিদ আলী, আবদুল আলী, আছদ আলী ও বছির মোহমুদ নামীয় ৪ পুত্র এবং কলিনেছা

নামে এক কন্যা স্থলাভিষিক্ত হন। উক্ত রহমত আলীর ওয়ারিশ হামিদ আলী গং নিজেদের মধ্যে স্বত্ব ও বিভাগের প্রার্থনায় ৩য় মুন্সেফি আদালত, পটিয়া তে মোকদ্দমা নং- ১০৩/১৯১৩ দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমা হামিদ আলী গং এর পক্ষে প্রাথমিক ডিক্রি হয় এবং ৮/৭/১৯১৫ নং তারিখে চুড়ান্ত ডিক্রি হয়। উক্ত ডিক্রিমতে ৭৮৯/১৯১৭ ইং জারী মোকদ্দমা হলে ২৭/৯/১৯১৭ ইং তারিখে ডিক্রি কৃত ভূমি সরজমিনে বন্টনের পর দখল অর্পন করা হয়।

২) রহমত আলী গং এর নামে সি. এস. মাঠ জরিপের খেয়াত সহ সি. এস. $\frac{২৬৪}{২৭০}$ নং খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার হয়। উল্লেখ্য যে, সি. এস. রের্কডিয় মনসুর আলী, করিম বক্স, ওয়াইজ আলী, ছাদেক আলী, আমির আলীর সগির রায়তি চিঠায় উল্লেখিত ফতেহ আলী গং এর ওয়ারিশ হন। সি. এস. ৩৮৫৮ দাগের ভূমি লামছড়া ভূমি হয় উক্ত দাগে জমির পরিমাণ ৩।/। হয়। অপর ১০৩/১৩ মোকদ্দমার প্রাথমিক ও চুড়ান্ত ডিক্রি মতে ৩৮৫৮ দাগে।।. অংশ মতে দাগের উত্তরাংশে ১।/। ক্রান্তি ভূমি বাদীগণের পূর্ববর্তীগণ প্রাপ্ত হন। দক্ষিণাংশে অন্যান্যরা প্রাপ্ত হন। উক্ত লামছড়া ভূমি তৎ লাগা পশ্চিমে ডিষ্টিক বোর্ডের রাস্তা সম্প্রসারন প্রকল্পের আওতায় উক্ত রাস্তার সহিত সামিল হয় (Consoledate)। লাম ছড়ার ভূমিসহ আর. এস. জরিপের খতিয়ান পৃথক মতে সরকারের নামে প্রচার হয়।

৩) লামছড়া ভূমি ব্যতিত সি. এস. ৩৮৫৯, ৩৮৬০ দাগাদির আন্দরে অপর ১০৩/১৩ মোকদ্দমার ডিক্রি মতে অত্র বাদীগণের পূর্ববর্তীর ডিক্রি প্রাপ্ত ও দখল প্রাপ্ত ভূমি বিগত আর. এস. জরিপে ১১৪০, ১১৪১, ১১৪২ দাগের চুড়ান্ত ভাবে অত্র বাদীগণের পূর্ববর্তীর নামে আর. এস. ৪৫৭ নং খতিয়ান প্রচার হয়। তৎ মিলামিল বি. এস. জরিপে ১৪২৬, ১৪২৭, ১৪২৮ দাগের অত্র বাদীগণের পূর্ববর্তীর নামে বি. এস. খতিয়ান নং ১০৯৮ চুড়ান্তভাবে প্রচার হয়। এভাবে বাদীগণ পূর্ববর্তীর আমল হইতে হালসন পর্যন্ত খাজনাদি পরিশোধক্রমে ভোগদখলকার নিয়ত আছেন।

৪) সি. এস. ৩৮৫৯ দাগ তৎ সামিল আর. এস. ১১৪০ দাগ এবং তৎ সামিল বি. এস. ১৪২৬ দাগ অত্র বাদীগণের স্বত্বীয় দখলীয় পুনির পাড় হয়। উক্ত ভূমি অপর ১০৩/১৩ নং মোকদ্দমার রায় ডিক্রি মুলে বাদীগণের পূর্ববর্তীর পক্ষে ডিক্রি প্রাপ্ত ভূমি হয়। উক্ত ভূমি অত্র মোকদ্দমার নালিশী ভূমি হয়।

৫) রহমত আলী মরনে তৎ পুত্রগন ও কন্যার পরবর্তী জের ওয়ারীশগনের নামে আর এস ও বি এস খতিয়ান হয় যাহারা অনেকেই অত্র মামলায় বাদী শ্রেনীভুক্ত রয়েছেন। সি. এস. ৩৮৬০ দাগ তৎ সামিল আর. এস. ১১৪১ দাগ এবং তৎ সামিল বি. এস. ১৪২৭ দাগ অত্র বাদীগণের এজমালী স্বত্বীয় দখলীয় ভূমি হয়। তপশীলের পুনী ভূমির জলীয় অংশে বাদীগণ মৎস্যাদি জিয়ানে শিকারে এবং পুনির পাড় অংশে বাদীগণ মূল্যবান বৃক্ষাদি ফলিয়ে ভোগদখলে রয়েছেন। তশীলের জমিতে বিবাদীগ বা তৎ পূর্ববর্তীগণের কোন প্রকারের স্বত্ব দখল নাই। বিগত ১৯৪১ ইং সনে তফসিলের জমি নিয়ে বাদী ও বিবাদীগনের শালিশ

বৈঠক হয় এবং শালিশী চুক্তিনামা সম্পাদিত হয়। শালিসকারগণ বিগত ২৯/৯/৪১ ইং তারিখে রোয়েদাদ প্রদান করেন। উক্ত শালিশী রোয়েদাদ মতে তপশীলের জমিতে বাদীগণের স্বত্ব দখল অধিকার চুড়ান্ত ভাবে পুনরায় সাব্যস্থ হয়। পরবর্তীতে বিগত ২৬/১১/৯৯ ইং তারিখে বিবাদীগণ গায়ের জোরে বাদীগণের স্বত্ব দখলীয় নালিশী ভূমিতে বেআইনী অনুপ্রবেশের ও গাছপালা কর্তনের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু বাদীগণের যৌথ প্রতিরোধের মুখে বিবাদীগণ চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

৬) বাদীগণ পেশাগত কারণে বাহিরে অবস্থানে থাকার সুযোগে বিবাদীগণ বিগত ২২/৪/২০০০ ইং তারিখে ১নং বিবাদীর মৃত পালক পিতা জায়দুল হক এর মরদেহ সর্ম্পুন বেআইনীভাবে তপশীলের ভূমিতে কবরের গর্ত খনন করিয়া তথায় দাফনের অজুহাতে পুতিয়া রাখে। বিবাদীগণ ধর্মীয় অনুভুতি বেআইনীভাবে ব্যবহার করিয়া তপশীলের জমিতে কবর সৃজনের অজুহাতে বেআইনী অনুপ্রবেশ ও বেআইনী দখল প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্ঠায় লিপ্ত আছে। বিগত ২৮/০৪/২০০০ ইং তারিখে বাদীগণ মৃত জায়দুল হক এর মরদেহ বাদীগণের ভূমি হইতে অপসারন করিয়া নিয়া যাওয়ার জন্য বিবাদীগণ কে বারংবার অনুরোধ করা স্বত্বেও বিবাদীগণ কর্নপাত করেননি। তপশীলের জমি বিবাদীগণ কবরস্থান হিসাবে ব্যবহার করার অধিকারী নহে। বিগত ৯/৬/২০০০ ইং তারিখে বাদীগণ পুনরায় বিবাদীগণকে উক্ত মৃত জায়দুল হকের মরদেহ সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করিলে বিবাদীগণ অপরসারনে অস্বীকার করে। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদীগণ অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করেন।

৭) **অন্যদিকে ০১-২৩ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে** ,পটিয়া থানাধীন হাবিলাসদ্বীপ মৌজার সি. এস. $\frac{১৬৪}{২৭০}$নং খতিয়ানের সি. এস. $\frac{৪৮৭}{৩৮৫৯}$ও $\frac{৪৮৭}{৩৮৬০}$দাগদ্বয়ের জমি জমা তথা সম্পত্তি সর্বমোট $(১\frac{৪৯}{১০০}+২\frac{৬০}{১০০})$=৩ কানি ৫৫ ডেসিমেল ভূমি সম্বলিত একটি জলে পাড়ে পুকুর হয়। যাহা স্বীকৃত মতে ‘পায়াজ মাহামুদ’ পুকুর নামে স্মরনাতীত কাল হইতে খ্যাত আছে। উক্ত পুনি ভূমির করেসপন্ডিং একই মৌজার আর. এস. ৪৫৭ নং খতিয়ানের আর. এস. ১১৪০ (অত্র মামলার বিরোধীয় দাগ এবং আর. এস. ১১৪১/১১৪২ দাগাদির ১.৩৬ শতক ভূমি হয় এবং তৎ করেসপন্ডিং ভূমি একই মৌজার বি. এস. ১০৯৮ বি. এস. ১০৯৮ নং খতিয়ানের বি. এস. ১৪২৬ (এই মামলায় বিরোধীয়) দাগ ও বি. এস. ১৪২৭/ ১৪২৮ দাগাদির হায় ১.৩৬ শতক ভূমি হয় এবং উহা সাবেক মতে বর্তমানে ও জলে পাড়ে পুকুর হিসাবে স্থিত আছে। উক্ত পুনি ভূমি অধীন এই বিবাদীগণের পূর্ববর্তী মনছপ আলী, করিম বক্স, ওয়াজ আলী, পিং সমশের আলী, শের আলী, সাদেশ আলী, পিং ছামাদ আলী, ওয়াইশ আলী, আমির আলী, পিং- জাফর আলী সর্বসাং- হুলাইন ব্যক্তিগণের এক স্বত্বীয় খাস দখলী ভূমি হয় এবং তৎ মতে তাহাদের নামে নালিশী মৌজার পি. এস. $\frac{২৬৪}{২৭০}$নং সি. এস. খতিয়ান শুদ্ধমতে প্রচার আছে। উক্ত মনছপ আলী মরণে তৎ স্বত্ব তৎ

পুত্র খলিলুর রহমান পায় এবং তার মরনে স্ত্রী গোলচাপা খাতুন ও কন্যা মালমাছ খাতুন পায়। করিম বক্স এর মৃত্যুর পর তৎ স্বত্ব তৎ ৫ পুত্র ১) নুর আলী ২) রহম আলী ৩) কেরামত আলী ৪) এয়ার আলী ৫) মনোহর আলী প্রকাশ সনু মিয়া স্বত্ব পায়। উক্ত তপজ্জল আলী মরনে তৎ স্বত্ব মুছা খাঁ পায়। তালেব আলী মরণে তৎ স্বত্ব তৎ পুত্র আহামদ নবী ও মোহাম্মদ নছিম পায়। আলতাপ আলী মরণে তৎ স্বত্ব আবদুল ছালাম পায়। আমিনুল হক মরনে তৎ স্বত্ব তৎ পুত্র এয়াকুব আলী, মোঃ ছৈয়দ, মোঃ সোলেমান (মোঃ হোছাইন), নজির হোসেন ও তাহার স্ত্রী হাজেরা খাতুন পায়। জায়েদুল হক মরণে তৎ স্বত্ব জমির হোসেন ও লায়লা খাতুন পায়। করিম বক্সের পুত্র রহম আলী মরণে তৎ স্বত্ব ১) আবদুল হাকিম, ২) আবদুল্ল্যা ৩) সিরাজুল হক ৪) আহামদ নবী পায়। আবদুল হাকিম মরণে তৎ স্বত্ব তৎ কন্যা আয়শা খাতুন পায়। আবদুল্লা মরণে তৎ স্বত্ব আবদুল আজিজ পায়। সিরাজুল হক মরণে তৎ স্বত্ব তৎ পুত্র আবদুল জব্বার ও আবদুছ ছত্তার পায়। আহামদ নবী মরণে মোহাং হারুন রশিদ, মোঃ মুছা পায়। করিম বক্স এর পুত্র এয়ার আলী মরণে তৎ স্বত্ব তৎ পুত্র মুছা আহামদ, কবির আহামদ পায়। উক্ত ওয়াজ আলী মরণে তৎ স্বত্ব রোশন আলী ও আবদুল আজিজ পায়। করিম বক্স এর পুত্র কেরামত আলী মরাতে তৎ স্বত্ব তাহার কন্যা মোস্তফা খাতুন পায়। সি. এস. খতিয়ান এর প্রচারিত ছামাদ আলীর পুত্র ছাদেক আলী ও শের আলী ওয়ারিশ বিহীন অবস্থায় মরণে তৎ স্বত্ব করিম বক্স একা প্রাপক হয়। সেই মতে করিম বক্স মরণে তৎ স্বত্ব এই বিবাদীর পূর্ববর্তীক্রমে প্রাপক হন। সেই মতে বিবাদীগণ সি. এস. খতিয়ান মতে ১৩ আনা স্বত্ববান ও দখলকার হন ও আছেন। এইরূপে বিবাদীগণ তৎ পূর্ববর্তী সি. এস. রেকর্ডিদের আমল হতে উক্ত পুনী ভূমির ১৬ আনা অংশে প্রকাশ্যে ও নির্বিঘ্নে পুনির জলিয়াংশে মৎস্যাদি জিয়ান শিকারে এবং পুনির পাড়াংশে নানা জাতের বৃক্ষাদি রোপনে লালনে ছেদনে পুনির পশ্চিম পাড়ের মধ্যাংশ অর্থাৎ পশ্চিম পাড়ের মাঝখানে উত্তর দক্ষিন হাত এবং পূর্ব পশ্চিম হাত যাহা নালিশী সি. এস. $\frac{৪৮৭}{৩৮৫৯}$ দাগান্দর নালিশী আর. এস. ১১৪০ দাগের এবং তৎ সদৃশ্য বি. এস. ১৪৪০ দাগের .৩৪ শতক ভূমিতে পারিবারিক "কবরস্থান" হিসাবে এই বিবাদীগণে যৌথ ভাবে সি. এস. আমল হইতে পুরুষানুক্রমে ভোগ দখলে নিয়ত আছেন। নালিশী আর. এস. ১১৪০ দাগসহ ভূমি কবরস্থান হওয়া মর্মে বাদীর দায়েরী মিস ১৪২/৯১ ইং নং ফৌজদারী মামলায় পুলিশের বিগত ১১/১২/৯১ ইং তারিখের প্রতিবেদন আছে। এই ভাবে উক্ত পুনির অন্তগত নালিশী দাগের ভূমি সহ উক্ত পুকুরের সম্পুর্ণ ভূমিতে বাদীসহ সকলের বিরুদ্ধে এই বিবাদীগণের বিরুদ্ধে দখল জনিত উৎকৃষ্ট তমাদি স্বত্ব উদ্ভব হইয়াছে। উক্ত পুনি ভূমির কোন অংশে কিংবা নালিশী দাগে বা উহার কোন অংশে বাদীর পূর্ববর্তীর কিংবা বাদীগণের কোন প্রকার স্বত্ব স্বার্থ কিংবা দখল নাই। বাদীগণের নিজস্ব কোন করবস্থান না থাকায় এই বিবাদীর পূর্ববর্তীগণ বাদীর পূর্ববর্তীদেরকে উক্ত কবরস্থাণে তাদের পরিবার লোকজনদের সমাহিত করার অনুমতি দিয়াছিল মাত্র এবং বাদীগণ অনুমতি সূত্রে নালিশী কবরস্থান দখল করে থাকে।

৮) উক্ত পুনি ভূমি সংক্রান্তে অনালিশী সি. এস. $\frac{৪৮৭}{৩৮৬০}$ ও নালিশী $\frac{৪৮৭}{৩৮৫৯}$ দাগের জমি জমা সম্পর্কিত আর. এস. পি. এস. ও বি. এস. জরিপের খতিয়ানাদি যথাযথ ভাবে প্রকৃত মালিক স্বত্ববান দখলকারগণের নামে ১৬ আনা অংশে রেকর্ড না হইয়া কতিপয় স্বত্ব স্বার্থ ও দখল হীন ব্যক্তি ও বাদীগণের পূর্ববর্তীর নামে ভুল ও ভিত্তিহীন ভাবে রেকর্ড হওয়ায় অপর ১৩৮/২০০০ ইং মামলা রুজু করা হয়েছে। রেকর্ড ভুল হলেও বিবাদীগনের স্বত্ব দখলে ব্যাঘাত ঘটেনি।

৯) বাদীর কথিত পূর্ববর্তীগণ কিংবা বাদীগণ বিগত ৮০/৮৫ বৎসর সময় কালের মধ্যে পূর্বোক্ত পুনি ভুমি বা ইহার কোন অংশ বা তপশীলের ভূমি দাবী দখল করে নাই, কিংবা করার চেষ্টা করে নাই। বাদীগনের দাবিকৃত কথিত ১০৩/১৯১৩ বন্টন মামলা পরস্পর যোগসাজসী ও পাতানো মামলা। কথিত মামলার কথিত রায় ডিক্রী বাস্তবে কার্য্যকর হয় নাই। উক্ত ১০৩/১৩ নং মামলা মুলে বা কোন মতে বাদীর পূর্ববর্তী রহমত আলী নালিশী ভূমি প্রাপ্ত হয় নাই। আর. এস. পি. এস. বি. এস. রেকর্ডাদি ভুল ভিত্তিহীন ও অকার্য্যকর হয়। সি. এস. খেয়াত ও সি. এস. খতিয়ান বাদীর পূর্ববর্তীর নামে চুড়ান্ত থাকার উক্তি মিথ্যা ও বানোয়াট হয়। অত্র মামলার নালিশী দাগের ভূমি (আর. এস. ১১৪০+বি. এস. ১৪২৬ দাগ) বাস্তবে ও স্বীকৃত মতে 'কবর স্থান' হয়। বাদীর আরজির সমুদয় বক্তব্যাদি ও অভিযোগ সবৈব মিথ্যা, বানোয়াটি, মনগড়া, বদ উদ্দেশ্য প্রনোদিত ও ক্লেশকর হয় এবং মামলা বাজ ও কুটবুদ্ধি বাদীগণের কষ্ট কল্পিত আষাঢ়ের গল্প হয়। বস্তুতঃ এই বিবাদীগণ পূর্ন পরুষানুক্রমে দখলী তপশীলোক্ত পরিপার্শ্বিক কবরস্থানে ১নং বিবাদীর পিতা "জায়দুল হক" এর মরদেহ স্বকীয় স্বত্বাধিকারে স্বাভাবিক নিয়ম মর্মে ১নং বাদীসহ স্থানীয় বুহ লোকগন এর উপস্থিতিতে ইসলাম ও ইসলামিক চেতনা ও অনুভুতিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা সম্মানের সহিত বিবেচনায় রাখিয়া আইননানুগ ভাবে দাফন করিয়াছেন। দাফনরত মরদশে অপসারন করিতে বলা অর্থাৎ প্রকারান্তরে মরদেহকে উঠাইয়া ফেলিতে বলা বা তদ্রুপ দাবী করাই ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা এবং এই ভাবে ইসলাম ও ইসলামিক চিন্তা চেতনাকে অপমান ও অসম্মান করার সামিল বটে। পৃথিবীর কোন ধর্মীয় অনুসাসন অথবা কোন সরা কিংবা সরিয়ত কিংবা কোন আইন পবিত্র কবরে চিরকালের জন্য শায়ীত কোন "মরদেহকে" তুচ্ছ কারণে "টাকা হেচরা" করার বা উঠাইয়া ফেলার তথা প্রকারান্তরে কবরস্থান ও মরদেহকে অসম্মান করার সমর্থন দেয়া না কিংবা দিতে পারে না। নাঃ ভূমিতে দেওয়া উক্ত কবর "হাঙ্গামা কবর" নহে। এই বিবাদীগণের পূর্ব পুরুষগণের প্রায় শতাধিক ব্যক্তির "মরদেহ" তপশীলোক্ত কবর স্থানে অন্তিম নিদ্রায় চির নিদ্রিত আছেন। তদ্রুপ পবিত্র স্থানে মৃতের উত্তরজীবীগণের যাওয়া আসাকে কিংবা প্রয়াতঃ ব্যক্তির কবর জিয়ারত করাকে কথাকথিত অনুপ্রবেশ করা মর্মে সংজ্ঞায়িত করা যায় না এবং তদ্রুপ পরলৌকিক কাজ বা এবাদতী কাজ কর্ম করা হইতে কাহাকেও বারিত করা বা নিষেধ করার বিষয়টি আইন ও ন্যায়নীতির পরিপন্থি বটে এবং করার কোন অবকাশ নাই কিংবা থাকা ও সমীচিন নহে। নিঃস্বত্ব ও নাস্তি দখলকার বাদীর নিষেধাজ্ঞা না হইলে কোন ক্ষতি হইবে না মামলার ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে বাদীগণের

প্রতিকুলে হয়। বাদীগণ আইনতঃ কি ন্যায়তঃ কোন প্রতিকার পাইতে সক্ষম কিংবা অধিকারী নহে। বাদীর আর্জিত বে-আইনী, অন্যায় অমুলক অমানবিক বদ উদ্দেশ্য প্রনোদিত ক্লেশকর ও হয়রানী মূলক সাব্যস্তে সব্যয় খারিজ করা আবশ্যক।

১০) **বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ**

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?

২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?

৪) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের আপাত স্বত্ব ও নিরুঙ্কুশ দখল আছে কি না ?

৫) বাদীপক্ষ বিবাদীদের বিরুদ্ধে ম্যান্ডেটরী নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ পাবার অধিকারী কিনা ?

৬) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

১১) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মোঃ একরামুল হক (P.W.1); মোঃ বেলাল হোসেন (P.W.2)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মোঃ এয়াকুব আলী (D.W.1), মোহাং আবদুল ছালাম (D.W.2)। **P.W.1 এবং D.W.1 জবানবন্দি প্রদান করতঃ যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।**

১২) সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। ১৮৩৭ ইং সনের ৩০২৫৮ নং পাট্টার আসল	প্রদর্শনী ১
২। হাবিলাশদ্বীপ মৌজার $\frac{২৬৪}{২৭০}$ নং সি. এস. খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ২
৩। পটিয়া ৩য় মুন্সেফী আদালতের অপর ১০৩/১৩ নং মামলার রায় ডিক্রির সি. সি. ও চুড়ান্ত ডিক্রি, স্কেচ ম্যাপ ও ফিল্ডবুক এর সি. সি.	প্রদর্শনী ৩ সিরিজ

৪। ও আদালতের অপর জারী ৭৯৮/৯৭ নং মামলা ২৯/৯/১৭ ইং তারিখের আদেশের সি. সি. ও দখল দেওয়ানী আদেশের সি. সি.	প্রদর্শনী ৪ সিরিজ
৫। ২৯/৯/৪১ ইং তারিখের সালিশী রোয়েদাতের ফটোকপি	প্রদর্শনী ৫
৬। হাবিলাশদ্বীপ মৌজার আর. এস. ৪৫৭ নং আসল খতিয়ান	প্রদর্শনী ৬
৭। ঐ মৌজার বি. এস. ১০৯৮ নং আসল খতিয়ান	প্রদর্শনী ৭
৮। খাজনার দাখিলা	প্রদর্শনী ৮

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষে কোন দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি।

১৩) মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে উভয়পক্ষের সাক্ষীদের মৌখিক সাক্ষ্য সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক। বাদীপক্ষের সাক্ষী **P.W.1** আরজি বক্তব্য হুবহু তার জবানবন্দিতে তুলে ধরায় পুনরায় উহা উল্লেখ করা হতে বিরত থাকলাম। **P.W.1** কে জেরকালে বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি তিনি ২ ও ৬ নং বাদী উদ্দেশ্যেমূলক ভাবে বিবাদীদের হয়রানী করার জন্য অত্র মামলা আনয়ন করেছেন মর্মে সাজেশন দিলে এই সাক্ষী তা অস্বীকার করেন। নালিশী সম্পত্তির সি এস কার কার নামে তা তার স্মরণ নেই। নালিশী জমি জলে পাড়ে বড় পুকুর। মোট পরিমান কত বলতে পারবেন না। আর এস ৪৫৭ নং খতিয়ানের ১১৪০ দাগে। রহমত আলীর নামে সি এস খতিয়ানে কোন রেকর্ড ছিল না মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। সি এস এ শুধুমাত্র ৭ জন রেকর্ডী। মনছফ আলীর ওয়ারীশ গং সি এস রেকর্ডীদের কেউ নন মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। জেরায় তিনি আরো বলেন ২৩ নং বিবাদীর জবাব তিনি পড়ে দেখেননি। বিবাদীরা সি এস রেকর্ডীদের ওয়ারীশ হন মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। বিবাদীরা পূর্ববর্তীক্রমে নালিশী পুকুর জলে ও পাড়ে ভোগদখলকার হন মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। পুকুরের পশ্চিম পাড়ের আর এস ১১৪০ দাগের সামিল সি এস দাগ কত জানেন না। গোলভাগের মামলায় কারা কারা পক্ষ ছিল বলতে পারবেন না। নালিশী পুকুর নিয়ে গোলভাগের মামলা হয়নি মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। নালিশী পুকুর তাদের কোন স্বত্ব স্বার্থ নেই মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে সি এস রেকর্ডী মনছফ আলী গং দের ওয়ারীশদের পারিবারিক কবরস্থান মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

১৪) জেরাতে তিনি আরো বলেন তিনি নজির আহম্মদের ওয়ারীশ হন। নজির আহম্মদ নালিশী পুকুরে কত অংশের মালিক তা তিনি জানেন না। ১-৭ নং বাদীগণ নালিশী পুকুরের কত শতাংশের মালিক তা তিনি জানেন না মর্মে বলেন। তিনি বলেন যে পুকুরের পশ্চিম পাড়ে কবরস্থান নাই। সি এস ৩৮৬৫৮ দাগ ও আর এস ১১৪০ দাগ পুকুরের পশ্চিম ও উত্তর পাড়। আরজি বর্নিত চৌহদ্দীতে প্রকৃতপক্ষে কবরস্থান হয়

মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। ১ নং বিবাদীর পিতা জায়েদুল হক কে ২২/৪/২০০০ ই তারিখে এ জায়গায় কবর দেওয়া হয়। ১ নং বাদী নিজে তার জানাজায় শরীক হয়ে তাকে কবরস্থ করেন মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। ১ নং বিবাদীর স্ত্রীকে ও ঐ জায়গায় কবর দেওয়া হয় মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। তবে তিনি বলেন যে ১ নং বিবাদীর স্ত্রী শাকিলার কবর সেখানে আছে তবে সেটা উঠানোর জন্য কোন প্রার্থনা করেননি।

১৫) বাদীপক্ষের অপর সাক্ষী **P.W.2** তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি উভয়পক্ষ ও নালিশী পুকুর চেনেন। নালিশী পুকুর ও পাড় ভুমিতে বাদীদের দখল আছে। বিবাদীদের পূর্ববর্তী জায়েদুল হক কে জেরা করে বাদীদের দখলীয় পুনীভুমির পশ্চিম পাড়ে কবর দেওয়া হয়েছে। জেরাকালে তিনি বলেন নালিশী পুকুরে বিবাদীদের কোন অংশে দখল নাই। তবে জায়দুল হক কে যখন পুকুরের পশ্চিম পাড়ে জোর করে কবরস্থ করা হয় তখন আমি ছিলাম না। তিনি বলেন যে ১ নং বিবাদীর স্ত্রীকে কবর দেওয়া হয় মর্মে শুনেছেন। সত্য নয় যে নালিশী পুকুরের পশ্চিম পাড়ে বিবাদীদের মৌরশী কবরস্থান।

১৬) বিবাদীপক্ষের সাক্ষী **D.W.1** তার জবানবন্দিতে বলেন যে নালিশী পুকুর ভুমির মূল সি এস রেকর্ডীয় মালিক ছিলেন বিবাদীদের পূর্ববর্তী মনছব আলী গং। তাদের নামে সি এস খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচারিত আছে। **D.W.2** জবাব সমর্থনে কিছু সাক্ষ্য দিয়েছেন। তবে বাদীপক্ষ তাদের জেরা করতে পারেননি।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১৭) বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ " অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?" +" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?" +" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো। আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

১৮) বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, আরজি বর্নিত তফসিলী সম্পত্তি সি. এস. ৩৮৬০ দাগ তৎ সামিল আর. এস. ১১৪১ দাগ এবং তৎ সামিল বি. এস. ১৪২৭ দাগভুক্ত হয় যাহা অত্র বাদীগণের এজমালী স্বত্বীয় দখলীয় ভূমি হয়। তপশীলোক্ত পুনী ভূমির জলীয় অংশে মৎস চাষাবাদে ও পাড় অংশে বৃক্ষাদি ফলিয়ে বাদীগণ ভোগদখলে রয়েছেন। অন্যদিকে তফশীলের জমিতে বিবাদীগণ বা তৎ পূর্ববর্তীগণের কোন প্রকারের স্বত্ব দখল নাই।

বিগত ২৬/১১/৯৯ ইং তারিখে বিবাদীগণ বাদীগণের স্বত্ব দখলীয় নালিশী ভূমিতে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ করতঃ গাছপালা কর্তনের চেষ্টা চালায়। কিন্তু বাদীগণের যৌথ প্রতিরোধের মুখে বিবাদীগণ চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে বিবাদীগণ বিগত ২২/৪/২০০০ ইং তারিখে ১নং বিবাদীর মৃত পালক পিতা জায়দুল হক এর মরদেহ সর্ম্পুন বেআইনীভাবে তপশীলের ভূমিতে কবরস্থ করে। বাদীগণ বিগত ২৮/০৪/২০০০ ইং তারিখে মৃত জায়দুল হক এর মরদেহ অপসারনের অনুরোধ করলে বিবাদীগণ অস্বীকার করেন। সর্বমেষ বিগত ৯/৬/২০০০ ইং তারিখে বিবাদীগণ উহা অপরসারনে অস্বীকার করে। সুতরাং বিগত ০৯/০৬/২০০০ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ১৩/০৬/২০০০ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১৯) বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ও ৫ ঃ

" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের আপাত স্বত্ব ও নিরুঙ্কুশ দখল আছে কি না ?"

" বাদীপক্ষ বিবাদীদের বিরুদ্ধে ম্যান্ডেটরী নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ পাবার অধিকারী কিনা ?"

বিচার্য বিষয় দুইটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে লওয়া হইল। দেওয়ানী মোকদ্দমায় আরো একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি হলো বাদীর মামলা বাদীকেই প্রমাণ করতে হবে। বিবাদী দুর্বলতার জন্য বাদীপক্ষ কখনোই সুবিধার দাবিদার হবেন না। অত্র মামলায় দেখা যায় বাদীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানার্থে যে দুজন সাক্ষীকে হাজির করেছেন, বিবাদীপক্ষ তাদের জেরা করেছেন। অপরদিকে বিবাদীপক্ষ তাহার পক্ষে যে সাক্ষী কে হাজির করেছেন তিনি বিবাদীর কেস পুরোপুরি সমর্থন করে সাক্ষ্য প্রদান করেননি এবং বাদীপক্ষ তাকে কোন জেরা করার সুযোগ পাননি। যাইহোক এখানে মূল বিবেচ্য বিষয় হলো বাদীপক্ষ তাহার মামলা কতটুকু প্রমাণ করতে পেরেছে। বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমাটি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ও ম্যান্ডেটরী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনয়ন করিয়াছে। চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলায় মূলত যে বিষয়ের উপর মামলার ভাগ্য নির্ধারিত হয় তা হলো নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের নিরুঙ্কুশ দখল। বাদীপক্ষ কে অবশ্যই নালিশী ভুমিতে তাহার নিরুঙ্কুশ দখল প্রমাণ করতে হবে।

২০) আরজি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীপক্ষ ১(ক) তফসিল বর্নিত আর এস ৪৫৭ নং খতিয়ানের ১১৪০ দাগ তৎ সামিল বি এস ১০৯৮ দাগের ১৪২৬ দাগে স্থিত পুকুর ও পুকুর পাড়ের ভুমি সংক্রান্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেছেন।

২১) বাদীপক্ষ প্রথমত দাবি করেন যে নালিশী আর এস ১১৪০ দাগের সামিল সি এস দাগ ছিল ৩৮৫৯ নং দাগ। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী হাবিলাশদ্বীপ মৌজার $\frac{২৬৪}{২৭০}$ নং সি. এস. খতিয়ানের সি. সি. প্রদর্শনী-২

পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত খতিয়ানে $\frac{৪৮৭}{৩৮৫৯}$ নম্বর দাগে ১ কানি ৪৯ শতক ভূমির মালিক ছিল মনছুর আলী, করিম বক্স, ওয়াইজ আলী, ছাদেক আলী ওয়াইজ আলী পিং-ফতে আলী আসর আলী ও রহমত আলী গং। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী তৎকালীন ৩য় মুন্সেফী আদালতের দায়েরী মোকদ্দমা নং ১০৩/১৯১৩ এর রায় ডিক্রী ও কমিশন রিপোর্ট এবং বাটোয়ারা শিটের মূল কপি প্রদর্শনী-৩, ৩(ক)-৩(ঘ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীগনের পূর্ববর্তী বাছির আহম্মদ গং বাদী হয়ে বিবাদীদের পূর্ববর্তী মনছফ আলী গং দের রিবুদ্ধে উক্ত বিভাগ মামলা করিলে তা বাদীপক্ষে ডিক্রী হয়। উক্ত ডিক্রী মূলে বাদীগনের পূর্ববর্তী গণ নালিশী দাগে ছাহাম প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২২) পরবর্তীতে তাদের নামে আর এস খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়। বাদীপক্ষ উক্ত আর এস ৪৫৭ নং খতিয়ানের সি.সি কপি দাখিল করেছেন যা প্রদর্শনী-৬ হিসাবে চিহ্নিত হলো। উক্ত খতিয়ানের মন্তব্য কলাম হতে দেখা যায় নালিশী আর এস ১১৪০ দাগের পুকুর ও পাড় ভূমির মালিক ছিলেন বাছির গং অর্থাত বাছির মহম্মদ, রহমত আলীর পুত্র মৌলবী আছদালী, সোনাজান বিবি, আয়শা খাতুন, হাজরা খাতুন কলিজান কুলসুমা ও কালন্নেছা গং। অপরদিকে অনালিশী ১১৪২ দাগে পুকুর পাড় ভূমির মালিক ছিলেন বিবাদীদের পূববর্তী খলিলুর রহমান গং। এছাড়া ১১৪১ দাগে পুনী ভূমিতে সকলের এজমালি সম্পত্তি হিসাবে রেকর্ড হয়। বাদীপক্ষ দাবি করেন যে আর এস রেকর্ডী উক্ত বাছির মহম্মদ গং মরনে তৎ ওয়ারীশ গণ মালিক হয় এবং তাদের নামে বি এস খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচারিত আছে। বাদীপক্ষের দাখিলী বিএস ১০৯৮ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-৭ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস রেকর্ডী উক্ত বাছির মাহমুদ গং দের ওয়ারীশদের নামে বি এস খতিয়ান প্রচারিত হয়েছে। তাতে নালিশী ১৪২৬ দাগের পুকুর পাড় মনির আহম্মদ গং দের নামে এবং ১৪২৭ দাগের পুকুর সকলের এজমালি হিসাবে রেকর্ড হয়েছে। অত্র মামলার বাদীগণ উক্ত মনির আহম্দ গং দের ওয়ারীশ হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। অপর দিকে ১৪২৮ দাগের পুকুর পাড় ভূমি বিবাদীদের পূর্ববর্তী মোস্তফা খাতুন গং দের নামে রেকর্ড হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় সর্বশেষ বি এস জরিপে নালিশী আর এস ১১৪০ দাগ সামিল বি এস ১৪২৬ দাগের ভূমি বাদীগনের পূর্ববর্তীদের নামে রেকর্ড হয়। সুতরাং নালিশী দাগ ভূমিতে বাদীপক্ষের আপাত স্বত্ব বিদ্যমান রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৩) দখল বিষয়ে বাদীপক্ষের উভয় সাক্ষী বলেছেন যে নালিশী ১১৪০ দাগ সামিল বি এস ১৪২৬ দাগ অর্থাত পুকুরের পশ্চিম পাড়ের ভূমিতে বাদীপক্ষের দখল বিদ্যমান রয়েছে। দখল সমর্থনে বাদীপক্ষের দাখিলী ৮ ফর্দ খাজনা দাখিলা প্রদর্শনী- ৮ সিরিজ পর্যালোচনায় নালিশী দাগে বাদীপক্ষের দখল প্রমাণ করে। বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি বাদীপক্ষের সাক্ষীদের জেরা করলেও কোন সাংঘর্ষিক বা বিপরীত মন্তব্য বের করতে পারেননি। সুতরাং নালিশী দাগ ভূমিতে বাদীপক্ষের নিরুঙ্কুশ দখল রহিয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষ উপস্থাপিত মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমাণ দ্বারা নালিশী দাগ ভূমিতে তাদের আপাত স্বত্ব

ও দখল প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায় নালিশী সম্পত্তিতে বাদীগণের আপাত স্বত্ব ও নিরুঙ্কুশ দখল বিদ্যমান রহিয়াছে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সুতরাং বিচার্য বিষয় নং ৪ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

২৪) বাদীপক্ষ পুনরায় দাবি করেন যে, নালিশী ১৪২৬ দাগে অর্থাত পুকুরের পশ্চিম পাড়ে ভুমিতে স্থিত ১ নং বিবাদীর পালক পিতা জায়েদুল হক কে জোরপূর্বক কবরস্থ করায় বিবাদীগণ যাতে তাহার মৃতদেহ উক্ত স্থান হইতে অন্যত্র অপসারন করে নিয়ে যান। এ মর্মে আদালত হইতে ম্যান্ডেটরী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেন। সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীগনের উপস্থিতিতে উক্ত স্থানেই ১ নং বিবাদীর পিতাকে সমাহিত করা হয়েছিল। একই স্থানে ১ নং বিবাদীর স্ত্রীকে ও কবরস্থ করা হয় মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণে উঠে এসেছে। সুতরাং নালিশী উক্ত জায়গায় ১ নং বিবাদীর পিতা ও স্ত্রী কে কবরস্থ করার বিষয়ে বাদীগনের সম্মতি ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিবাদীগণ যে তাদের কে জোর পূর্বক উক্ত জায়গায় কবরস্থ করেছেন তৎ বিষয়টি বাদীপক্ষ স্থানীয় লোকাল সাক্ষী আনয়ন করিয়া প্রমানের চেষ্টা করেনি। সাক্ষীগনের মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা ইহা কোনভাবেই প্রমাণিত হয়নি যে বিবাদীগণ তাদের কে জোর করিয়া নালিশী জায়গায় কবরস্থ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো বাদীপক্ষ ১ নং বিবাদীর পিতা জায়েদুল হকের কবর অপসারন চাইলেও ১ নং বিবাদীর স্ত্রীর কবর অপসারনে কোন প্রার্থনা করেননি। নালিশী জায়গায় বিবাদীর নিকটজনের কবর থাকায় বিবাদীগণ তাতে স্বত্ব দখলের দাবিদার হবেন বাদীপক্ষের এরুপ দাবি অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি। যেহেতু দীঘ ২৪ বছরের বেশী সময় ধরে ১ নং বিবাদীর পালক পিতার কবর নালিশী দাগে স্থিত রয়েছে সেহেতু মৃতের দেহাবশেষ এর পবিত্রতা ও বিবাদীদের ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত আসার সম্ভাবনা বিষয়টি ইতিবাচক বিবেচনায় নিয়ে ১ নং বিবাদীর পিতা জায়েদুল হক এর মৃতদেহ অপসারন আদেশ হতে বিরত থাকা থাকা সমীচীন হবে বলে আমি মনে করি। এমতাবস্থায় বিবাদীদের প্রতি ম্যান্ডেটরী নিষেধাজ্ঞা আদেশ প্রার্থনা নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সুতরাং বিচার্য বিষয় নং ৫ বাদীপক্ষের প্রতিকুলে নিষপত্তি করা হলো।

২৫) বিচার্য বিষয় নং-৬ ঃ বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ও আলোচনা পর্যালোচনায় দেখা যায় , বাদীপক্ষ নালিশী জমিতে তাহাদের আপাত স্বত্ব ও নিরঙ্কুশ দখল প্রমাণ করিতে সমর্থ হয়েছে। যেহেতু বিচার্য বিষয় নং ৪ বাদীপক্ষের অনুকুলে এবং বিচার্য বিষয় নং-৫ বাদীপক্ষের প্রতিকুলে নিষ্পত্তি হয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে আংশিক প্রতিকার পাইতে হকদার মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ম্যান্ডেটরী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-২৩ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে বিনাখরচায় আংশিক ডিক্রি হলো।

এতদ্বারা ১-২৩ নং বিবাদীপক্ষ কে নালিশী তফসিলোক্ত ভুমি সংক্রান্তে তথায় অনুপ্রবেশ, বাদীগনের শান্তিপূর্ন ভোগ দখলে বাধা সৃষ্টি ও নালিশী সম্পত্তির রুপ পরিবর্তন বা সেখানে বিবাদীগণ বা তৎ ওয়ারীশদের মরদেহ দাফন বা কবরস্থ করা হতে চিরস্থায়ীভাবে বারিত করা হলো।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।